



ইন্দ্রজাল

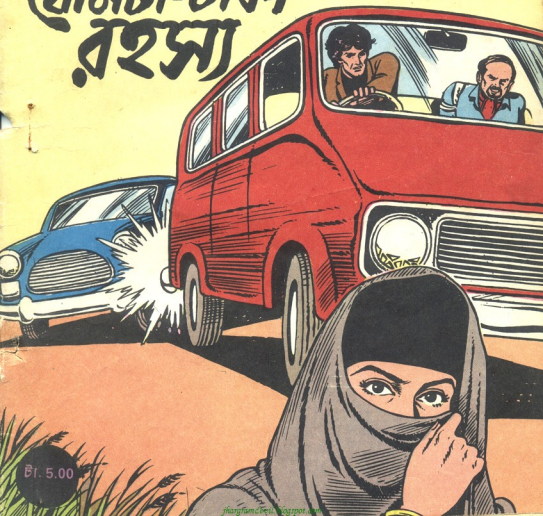


কামিকঙ্গ

খণ্ড 26 সংখ্যা 34

টাইমস অফ ইণ্ডিয়া প্রকাশন

'ছোটো-টাকা' বহন



ট. 5.00

জেন মধুর...

ঐ মৌলোমে মধুরতা
সিলভার ফয়েল সীল-বন্ধ...

স্বাদ তাজা রাখার জন্যে
ফয়েল-বোর্ড কাটলে পড়ে...



আমুল চকোলেট

The Original Swiss Recipe

আপনার ভালবাসার
পাত্রকে পুরস্কার
দিন!



আমুল ব্লক চকোলেট
আমুল ফ্রুট অ্যান্ড নাইট
আমুল ক্রিস্প
আমুল আবার

দারু

শুশুচরিত্র
রাজা

'ছোমটা-ঢাকা' রহস্য

কাহিনী : কাঞ্চিনী উপপল
চিত্রাঙ্কন : প্রদীপ শাও

'কোয়েল্লা বিজ্ঞানের' সদর দপ্তরে, চিয়া স্মিঃ রাও কিছু
কগজপত্র দেখাছিলেন এমন সময়ে তাঁর ডেস্ক
টেলিফোন বেজে উঠলো।



আব্দুলেরহমান একজন কুখ্যাত
স্মাগলার এবং অপরাধজগতের
গুরুত্বপূর্ণ লোক। সে আইনের মাঠে
আঁকে স্মৃতিশেষ হাত এড়িয়ে,
নিজের দলের লোক দিয়ে
বারবার চালোয়।



স্মিঃ রাও,
আমি রাজস্বার্হণি হতে চাই,
যদি আমাকে প্রয়োজনীয়
নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে
দেন।

কি ব্যাপারে
তুমি সব জানাতে
চাও?

আমি নিজে ধরা দিতে
চাই এবং আমার সমস্ত
যোগসুপ্তলো আপনাদের
জানাতে চাই যাতে কিছু
কুখ্যাত স্মাগলারকে
ধরা আপনার সঙ্গে
সম্ভব হবে।



আমার জীবন বিপন্ন এবং এই সময়ে,
মনে হয় বিপদের আশঙ্কা খুব বেশি।
আমি একদিশি যেতে প্রয়াস পাই।
আমনি আমার সঙ্গে কোন লোক
দিতে পারেন?



ও আব্দুল রেহমানের ফাইলটা
নিয়ে নিয়ে খুব চানোযোগ দিয়ে
নটা দেখলেন।



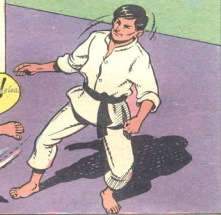
গীরে চোরা চালান করে কোটি কোটি
টাকা করেছে। কয়েক বছর আগে
এই বক্স গন্ধেই ওকে গ্রেপ্তার করা
হয়েছিল কিন্তু প্রচানের অভাবে ও
ছাড়া পেয়ে যায়। আশ্চর্য!
ও ধরা দিতে চাইছে কেন?!

চিখ ছোট আলোয়ালির তেতর থেকে
বেতার-যন্ত্রটা বের করলেন।

কাজটা আলি
দারার উম্মর দিতে
চাই কারন আব্দুল
রেহমান ঐ একই
শহরে আছে।



মেই মজুম, রানা বিজয় বীর সিং, ওরফে
রাজা সাহেব, ওরফে দারা তার সঙ্গী আর
সহকারী চতুর্থ শ্রেণী ক্ল্যাক বেল্ট পাওয়া
শুরু-এর মধ্যে জুতো অভ্যঙ্গ
করছে।



ইইইআঃ!

হঠাৎ, ওর বেতার-যন্ত্রে বিদ্য. বিদ্য.
সব্দ হচ্ছে।



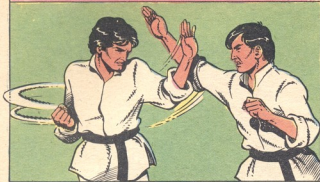
আলিই
ধরছি!

বিদ্য.
বিদ্য.

দারা বেতার-যন্ত্রটার দিকে এগোল —



কিন্তু দাবা তার পেছনের সঠিবিধটা বুঝতে
পারল আর—



অন্যদিক থেকে ছিঃ রাও
দাবাকে আঁবুল বেহমানের
ব্যঙ্গারটা বুঝিয়ে বললেন ।

বেহমান খুব ধূত
লোক । আমি
ওকে বিশ্বাস
করি না !

আমি তা
জানি কিন্তু
সে রাজস্বাস্থি
হতে চাইছে । ও
আদি ধরা দিতে রাজী
আছে তাহলে ওকে
থরে জেলে ডরতে
ছাটি কি !



ও তোমার স্তহরেই থাকে ।
দুশ্বরে ওর মর্মে দেখা
করে আমাকে দব
অবর জানাও !



শুরু বড় এক সন্মান কমলালেবুর রস নিয়ে চুকল

ধন্যবাদ, শুরুঃ ।
কায়দাটা করার
জন্মও !



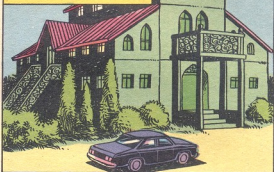
ধন্যবাদ, মার ।
আমিও বলতে চাই
আমনার প্রতিটি পদক্ষেপ
খুব দ্রুত এবং দ্রুতক ।

কবুত স্নরে মিঃ রেহমানের কাছ থেকে
মান সোলেন—

আমার লোক দারা
জে দুপুবে তোমার
জিতে দেয়া করবে,
মি তাকে বিশ্ভাস
করতে সার!

ধন্যবাদ,
মিঃ রাও!

দারা তার কালো মার্চেডিনে
চড়ে সাহায্যের ওপর
আব্দুলের বিশাল
বাড়িতে এল।



আমার নাম দারা।
মিঃ রেহমান আমার
জন্য অপেক্ষা
করছেন!

ভেতরে আব্দুল।
মিঃ রেহমান
আমনার অপেক্ষাতেই
আছেন!



আব্দুল রেহমান দরজার কাছে এগিয়ে এল
দারাকে অভ্যর্থনা জানাতে।

মিঃ রাও আমনার
কথা আমাকে বলেছেন।
ভেতরে আব্দুল!

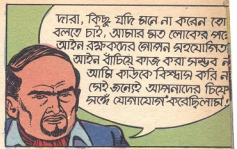
ধন্যবাদ।
আমনাকে কি হবে
সাহায্য করতে
পারি?



আমি ধরা দিতে চাই। আমি আমার
সমস্ত যোগাযোগগুলো প্রকাশ করে
দিতে চাই, এবং অন্য স্মাগলারদের
ধরতে আমনাদের সাহায্য করব।

কিস্তানা করতে
পারি কেন এ অব করতে
চাইছেন?





এই পরে রেহমান চুকলে কিন্তু
না নয় ।

এর নাম রুহি,
আমার বেটি! ওকে
সঙ্গে নিয়ে যেতে
চাই ।



নমস্কার,
মিস রুহি,
আগ্নি দারা !



বোরহানবশ
জাতিলাটি স্বপ্ন
আগ্নি দারিয়ে
সম্মান জানালে ।



আমরা কি আপনার
পাতিতে যাব ? আপনার
কটা স্টেশন
স্বাগত আছে ।

জেটাই
ভাল হবে !



ওরা ওয়াননে চুকলে ।



ওরা দিল্লি মাওয়ার জন্যে জাতীয় সড়ক
ধরলে ।

চান্স করবেন, দারা,
আগ্নি আমার, আর আমার
স্বপ্নের নিরাস্ত্রা সঙ্গকে
স্বুবই তীত ।

আপনার দলের
লোক কি আপনার
এই পরিব্রাজনার
কথা জানে ?



না, জেটা আমার জানা
নেই। কিন্তু ওরা সন্দেহ
করতে পারে, সেই জন্যেই
তো আমার ওসর
আহসানটা হয়েছিল !



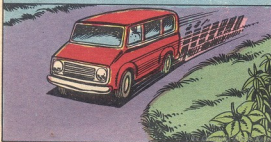
বৈহমান দেখলে একটা কালো গাড়ি
ওদের পেছন পেছন আসছে।



আমাদের পেছন নিয়ন্ত্রে।
এ গাড়িটাকে আশ্রয় স্থর
ভালো করে চিনি।

জোরে
চালান!

ওয়াকন খুব জোরে ছুটলে...



... গিফ্টা বাঁক নেওয়ার সময় টায়াকের
ঘরমিরে আওয়াজ হচ্ছে।



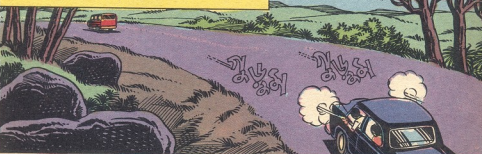
পেছন নেওয়া গাড়িটাও গতি বাড়িয়ে ওদের
গাড়ির পেছন চলে এল।



ওও
চারজন
আছে



হঠাৎ ওরা গুলি চালাল।





ওরা চেকপোস্টে গাড়ি হান্ধালে আর দারু তার পরিচয়সমূহটা
ইন্সপেক্টরকে দেখালে।



ওরা ছোটেলের দিকে চলল।



বিকেল ছটা বেজে
গেছে। সিগিগিগি
অন্ধকার হয়ে আসবে।
আমার হাতে আজ রাতটা
এখানে থাকাই ভাল।

হ্যাঁ, রাতে আন্ধি
হাইওয়ায়ে গাড়ি
চালাতে চাইনা!

ওরা ছোটলে গিয়ে দুটো ঘর নিল।



আচ্চাদের ওয়াকনটা
একটু দেখাবেন?
একটা টায়ার বদল
সেছে!

নিশ্চই, আর
আচ্চরা ওটা চেক
করে দেব!

রাতের খাবারের পর ওরা বিস্রাম নিতে গেল।
রেহমান আর রুহি একটা ঘরে, আর দারা
পাশের ঘরে।



রেহমান নিশ্চই
আচ্চার বাছ থেকে
কিছু গোপন করছে!

দারা জেগে অনেক রাত পর্যন্ত রেহমান
হৃদয়কে আবেত লাগল।



ঠিক আছে,
সিগিগিগি পেট
জানতে পারব!

দারা ঘুমিয়ে পড়ল....

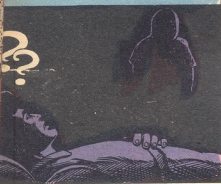


... কিন্তু হাল্কা ঘুম বলে দরজায় দাঁড়ানো
স্বাক্ষে ওর ঘুম ভেঙে গেল।



ঘরে
কেউ একজন
চুকেছে!

কারে ঘুরে গ্যাকাতেই ও দেখল একটা
মুচুটি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।



অনুস্রবশকারী দরজা খুলেতেই দারা
দেখতে গেল এক বোরখা ঢাকা মহিলা।



রা উঠে দরজার কাছে যেতেই দেখল
দরজার বাইরে চাবিটা ঝোলান রয়েছে।



ও চাবিটা খুলে নিয়ে দরজা
বন্ধ করে দিল।

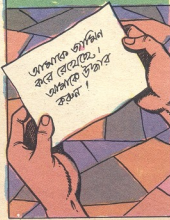


দারা লম্বা করল টেবিলের
ওপর এক টুকরো কাগজ
পড়ে আছে।

এটা কি?



ও কাগজটা তুলে নিল।



জামিন! জামিন!!...
আলি বরং কয়েকটা
ব্যাপারে হেঁজি
খবর করি!



দারা মিঃ রাতবে ঠুর বাড়িতে ফোন করলে ।



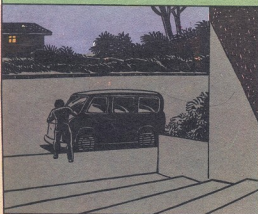
দারা গাড়ীর চিত্তায় ঘরদ্বায় পায়চারি করছে ।



কিছুক্ষণ পরে দারা আবার চিমাকে ফোন করলে ।



পরদিন খুব ভোরে ও গাড়িটাকে দেখতে গেলে এবং রেডিওটার থেকে সব জলে বের বেরে দিলে....



.... আর চুপ চাপ নিজের ঘরে ফিরে এলে ।



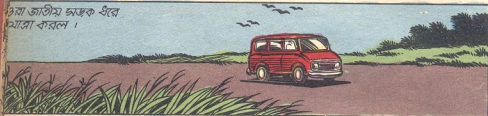
মাতা করার আগে ওরা ডাইনিংরুমে ব্রেকফাস্ট করল।



আমাদের স্ক্যোর
আগেই দিল্লি সৌহন
উচিত, অবশ্য যদি
বোন দুর্ঘটনা না
ঘটে!

চিন্তা করবেন না!
আমি দেখব যাতে
আপনারা নিরাপদে
দিল্লি সৌহন।

ওরা জাতীয় সড়ক ধরে
মাতা করল।



দাদা মাঝে মাঝে ডায়ালগে
টেক্সারেচার ছাপার মন্তব্য দেয়।

An Original Story

কিছুদূর চলার পর, রেহমানও
টেক্সারেচারের দিকে নজর করল।



ইঞ্জিন
গরম!



টেক্সারেচার বেছে
লেছে। ইঞ্জিনে
বোন গোলমাল
হতে পারে।

ও ওয়াকানটা হ্যান্ডিয়ে বনেটটা
খুলল।



এই রে!
রেডিয়েটর
শুকিয়ে গেছে!

এ বাঁকটার লেছনে
একটা নদী আছে।
ওখান থেকে জল
আনা যাবে পারে!

রেহমান জনহীন জাতীয় সড়কের
দিকে তাকাল।



আপনি
এখানে হান্ডুন।
আমি জল
আনছি!

ঠিক আছে!

রেহমান এবটা স্মার্ট নিল, আর—



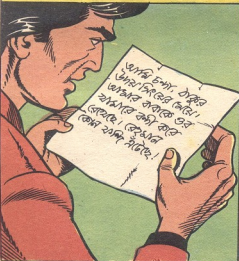
কুহি ওয়ানগন হোকে নাম্মতে গিয়ে
যৌটট খেল, কিন্তু—



দারা চট করে স্লেমোটির হাতে ধরা
বয়সজের টুকরোটা টেনে নিলে।



ওরা চলে গেলে দারা বয়সজটা
স্থলে সজতে লাগলে।



নেছাটা পড়ে দারা বয়সজটা
পুড়িয়ে ফেললে।

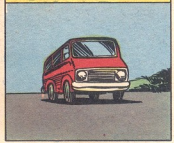
বয়সজটা ফ্রান্সাই
জটিল হচ্ছে। যাই হোক,
আলে ঠাকুর উদয়সিংহকে
উদ্ধার করতে হবে!



একটু পরে রেহমান আর 'রুহি' ফিরল।



রেজিষ্টারে জল ঝরে ওরা
আবার খাস্তা শুরু করল।



একটু সরে—



An Original Devil Release

ওরা রাস্তার ধারে এক রেস্টোরাঁয় খান্নল।



দারা পাশেই একটা দোকানে গেল,
দোহানে একটা টেলিফোন দেখলে।



শুরুতে, ছান দিয়ে সোন, ঠান্ডার
ফ্রিডের খাচারবাস্তিতে যাও। ওখানে
কিছু শোক গুঁকে আটকে
রেখেছে। গুঁকে বের
করে আমাদের
হোটলে এনে রাখ।



দারা রেহমানের টেবিলে এল।

আপনারা
আবার অর্ডার
দিয়েছেন?

হ্যাঁ, আমরা চা আর
দাচান্য কিছু খাবার আনতে
বলেছি! প্রছাত্র এখানে
আর কি যেতে পারি?



চা যেতে যেতে দারা দেখল কুহি
বা চন্দা তার দিকে ত্রহু ত্রহু
তাকচ্ছে।



প্রবছি গাজিটা এবার
আমারই চালান
উচিত!

সেটা
ভ্রালই হবে!



ওরা আবার যাত্রা শুরু করল।

শুরু নিশ্চই
বাজে নোচ
পড়েছে!



উদয়গিরির খান্নারে চারজন মোক বাজিটার
বাইরে পাহারা দিচ্ছে। ওরা লক্ষ্য করেনি শুরু
কখন নিঃশব্দে বাজিটার কাছে লুপেছে।



৩ নোন্নে একটা জানলার
খতর দিয়ে বাড়ির ভেতরে লাফিয়ে
সকলেন।



শুরুং দেখল ঠাকুর উদয় দ্বিং একটা চেয়ারে
বাঁধা, আর পাশে দুজন রহস্য

আমাকে নিঃশব্দে
দ্রুত এগোতে
হবে!



ও ঘরের ভেতরে ঢুকল ...



... আর —



ওরা কিছু করার আগেই শুরুং
ছুহুতে ওদের শুইয়ে দিল।



শুরুং ঠাকুরের বাঁধন খুলে দিল



দারা ঘন্টায় ১০০ কি.মি. বেগে গাড়ি চালচ্ছে,
সামনে দেখলে রাস্তা বন্ধ।



জোরে ব্রেক চাপলে —



হঠাৎ এক বাঁক গুলির শব্দ



ওরা গাড়ি থেকে বেরোতেই দারা
সেয়েটিকে আড়ালে বসলে



একটা বুলেট রেহমানের ঝাঁক
ঘেঁজে বেরিয়ে গেল



দারা সিস্টল বের করে লুকিয়ে থাকা
নাকশলোর দিকে ছুটলি চালাল। বেহতান ও
গুলি চালাতে লাগল।



আপনি ওদের ব্যস্ত
রাখুন! আমি দ্বারে
যাচ্ছি!



দারা মোমের চর্খ দিয়ে একোলা ...



... আর লোকদুটোর লেহনে
এনে হাজির হল।



ওরা বন্দক ফেলে দিতেই দারা ওদের আক্রমণ করলে।



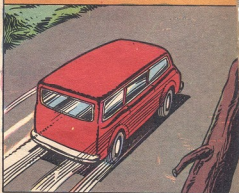
আর গুলি নয়!
হয়তো ওরা
ছুতানই ছিল... এখন
রেহমানের গর্দে কথা
বলতে হবে!



দারা মিসের এসে দেখল রেহমানের
হাত বেয়ে রক্ত পড়ছে।



রাস্তা পরিষ্কার করে ওরা আবার
যাত্রা শুরু করলে।



দারা ওস্বর্ধের দোকানের প্যাচাল গাড়ি
খাচ্ছিল।



এ্যান্টিসেপটিক মোশন, ফ্রেনোয়ার
ব্যান্ডেজ বিনে, দারা গুরুত্বের যোগন
করলে।



খুব ভাল
হব্বর।
বাস্যছি!

দারার রেহমানের হাতে ব্যান্ডেজ
বোঁধে দিলে ...



আজীব্য দজকে পড়ে, দারার টিক
করলে রহস্যটা প্রকাশ করবে।



আপনি
কি
বলেছেন!

... আর তারপর —



এবার দ্বিগ্লি
চলবে যাবে,
মিস্টার!

আমার বৃত্তব্য হচ্ছে, আপনানি
অবিবাহিত। এই মেয়েটি হচ্ছে
চন্দা, ঠাকুর উদয় সিংয়ের
ছোঁয়ে ...

আপনানি
কি বংরে
জানলেন?



মিঃ রেহমান আমার দিগ্গেবে
আপনার জীবন খুব বিসম্ম।
এতখন যা হচ্ছিলে দব
প্রহেলিকা!

আপনানি
যদি গোটো জেনে
হাওকন, সে সম্বন্ধে
কিছুই করতে
পারবেন না!



আমনি কিন্তু
এখনো আপনাকে
পুলিশের হাতে
তুলে দিতে পারি!

সে সুযোগ্য পাবেনা, দারার।
মেয়েটি আমার হাতে। আগ
বাড়িয়ে কিছু করতে গেলেই আমি
ওকে গুলি করব!



সন্ধ্যানে একটা পুলিশ চেকপোস্টে দেখে দারা গাড়ির গতি বদলিয়ে দিল।



এসব তত্ত্বি
অনুমতিপত্র নিয়ে
আসুন!

একিণ্ডে আন্না অফিসারটিকে রেহমান
চিনতে পারল আর



গাড়ি
ঢালাও!



... কিন্তু —

আ আঃ!

দারা এগ্যালেটের চাপ দিতেই গাড়িটা
সন্ধ্যানের বাধা অতিক্রম করে ছুটল।



কি হয়েছে?
আপনি ঠিক
আছেন তো?

ওরা এ
চলের লোক,
পুলিশের সোসাকে।
ওদের এবজেন আমাকে
শুলি করেছে!

দারা দেখল একটা গাড়ি তাদের ক্ষেত্রে নিয়েছে। সে গাড়ির গতি বদলিয়ে দিল।



হুডালাটা
আমাকে শুলি
করল কোন?

নিশ্চই আম-
নাকে শেষ করার
জন্মে!

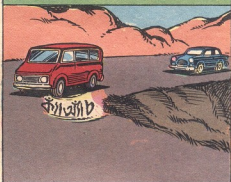


দারা ওয়াকানটা নিয়ন্ত্রনে আনলেও অন্য গাড়িটা এছে ধাক্কা খারল।



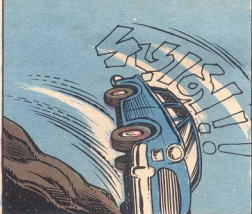
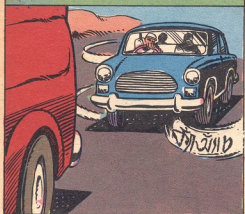
ও সান্নানেই একটা বাঁক দেখলে, যার বাঁদিকে থাকা হান্দা নেমে গেছে।

দারা জেবে সান্নানে এগিয়ে গেলে, আর হুটাহ জন দিকে বাঁক নিয়ে ত্রেব কয়ল।



ধাক্কা এড়াতে গিয়ে অন্য গাড়িটা বাঁদিকে সিঁটুলে....

... গড়িয়ে যাচ্ছে গিয়ে পড়ল।



দারা রেহমানের ক্রুতচরিত্র দিকে তাকাল ।

দিল্লি কোঁছন
পর্যন্ত টিক
থাকতে পারবেন?

ইঁয়া! বেঁচে
থাকব। কিন্তু আমাদের
যেলে পালাবার জন্যে
এবার ওদের আশ্রি
সিদ্ধা দেব !

রেহমান একটা স্মিথকোন্স দাবার
হাতে দিলে ।

এটা রাষ্ট্রদূত । এতে কয়েক কোটি টাকার
দার আছে । আগনার গাথায্যে আশ্রি এটা
চোরগাথে পাঠাতে চেয়েছিলেন । মতলবটা
ছিল শেষ চেকগোপটটা ছাড়াইলে আগনারকে
আর চমকে খুন করে আশ্রি পালাতাম ।
কিন্তু হবে না । স্মিথকোন্স আমাদের
অধিনে দিতে চাইছে !

দারা স্মিথকোন্সটা ধুলেলে ।

আমার গুলেহ টিক ।
এখুশো খুটো । আগনি লঙ্কা
বাবেন নি ? আগনার লোকেরা
আগনারকে আগল হীরে
দেয়নি !

এখন আশ্রি আন্তঃসংসর্গ
করব আর স্মিথকোন্সের দাব
গোপন ব্যাকার ফাঁদ করে
দেব । মোহাই, আমাদের
কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর
কাছে নিয়ে চলুন ।

দারা ক্রুতচরিত্রে গাড়ি ছোটলে দিল্লির দিকে ।
অনেক রক্তপাত হবার আগে রেহমান ক্রুতচরিত্রঃ
অচেন হয়ে পড়ছে ।

হাস্মা করবেন, মিস
চন্দা... জামিনা... ওরা
আগনার বাবাকে ... কি
করেছে ... !

চিন্তা করবেন না ।
তিনি নিরাপদ !

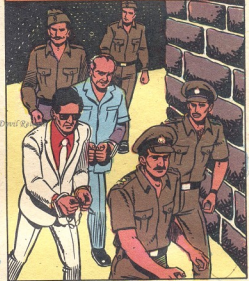
ইন্দ্রের
কুপা !



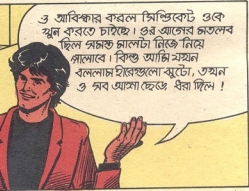
দ্বিমিত সোঁছে রেহমানকে হাদগাতালে প্রতি করা হলে। চারদিকে কাত্তা পাহারা রাখা হলে। চিম রেহমানের দর্শে দেয়া করতে অনেক।



রেহমানের দেওয়া জবানবন্দীর সাহায্যে পরদিন অপরোধকগদের অনেক টাইকে জেলে নিয়ে যাওয়া হলে।



দারা চিমার দর্শে দেয়া করলে।





Tinker TOYS PRESENTS

Janthouse



MAGIC PARLOUR

SHOW YOUR
AUDIENCE A PAIR
OF DICE.

SHAKE THEM NEAR
YOUR EAR AND THROW THEM ON THE
TABLE... ONCE - TWICE - THRICE.
THE FOURTH TIME, THREE DICE
WILL FALL FROM YOUR HAND.

THE TRICK:-

CONCEAL A DICE
BEHIND YOUR EAR
BEFORE THE
SHOW.



Janthouse PUZZLES

PUZZLE NO. 1

A MAN DIED LEAVING
HIS FOUR SONS A SMALL
SUM OF MONEY. THE
ELDEST SON FOUND THE
MONEY, DIVIDED IT INTO FOUR EQUAL PARTS.
TOOK HIS SHARE AND WENT AWAY. THE
SECOND SON NOT KNOWING THAT HIS ELDER
BROTHER HAD TAKEN HIS SHARE, DIVIDED
THE REMAINING MONEY INTO 4 EQUAL PARTS.
TOOK HIS SHARE PLUS ONE RUPEE EXTRA
AND WENT AWAY. WHEN THE THIRD SON
FOUND THE MONEY HE TOO DIVIDED IT
INTO FOUR EQUAL PARTS. HE TOOK HIS
SHARE AND TWO RUPEES EXTRA AND
WENT AWAY. THE YOUNGEST SON FOUND
THE REMAINING MONEY AND KEPT IT FOR
HIMSELF. HOWEVER, ALL FOUR BROTHERS
GOT AN EQUAL AMOUNT.
HOW MUCH MONEY DID THEIR
FATHER LEAVE THEM?



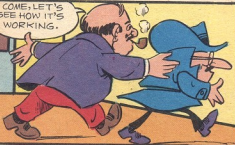
TEJAS FEATURES

SECRET CELLAR

I NEVER THOUGHT
YOU'D SUCCEED
IN BUGGING
THE DAKUSTAN
EMBASSY.



COME, LET'S
SEE HOW IT'S
WORKING.



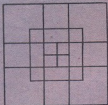
GOT ANYTHING
FROM THE
DAKUSTAN
EMBASSY
YET?

YES...



FH-74

PUZZLE NO. 2



HOW MANY SQUARES
ARE THERE IN THIS
FIGURE?

PUZZLE NO. 3

A FARMER WANTS TO
PLANT 10 TREES IN
5 ROWS OF 4 EACH. HOW
DOES HE DO IT? SHOW
DIAGRAMMATICALLY.

INDRAJAL COMICS, TINKER TOYS CONTEST

Entry Coupon

Name _____ Age _____
Address _____
PIN _____

SOLVE THE PUZZLES AND WIN
250 FASCINATING 'TINKER TOYS' PRIZES.
MAIL YOUR ANSWERS ALONG WITH THE
COUPON GIVEN ABOVE
BEFORE 1.10.1989

HURRY!

THE FIRST 250 CORRECT ENTRIES
WILL BE THE LUCKY WINNERS

ADDRESS TO:
INDRAJAL COMICS
THE TIMES OF INDIA PRESS
DR. D.N. ROAD,
BOMBAY 400 001

HOW DID
YOU DO
IT?

I BRIBED THE COOK TO
PLANT THE DEVICE.

EXCELLENT, 003!
I'D NEVER HAVE
THOUGHT OF
BRIBING THE
COOK.

"... SO FAR, I'VE PICKED UP
TWO RECIPES FOR ONION
SOUP AND ONE FOR
MUTTON PULAO.



HOBBY SETS, JIGSAW PUZZLES, WOODEN TOYS, CONSTRUCTION SETS,
MAGNETIC TOYS, BOARD GAMES

An Original Serial Release

FH-7/2

খেলার জন্ম হল কি করে ?

প্রকৃতি খেলা ছিল একটা ধর্মীয় আচার আর জীবনের প্রস্তুতি। এর জুড়ে ছিল মানুষের দেহা আর অদেহা শরীরকে জয় করার ইচ্ছে। জুনিয়ন একজন জামিয়ার আদিবাসী, যাকত একটা উম্মর অঞ্চলে। সেখানে অন্যবৃষ্টি মেগেই যাকত। জুনিয়ন সেখানে খেলা আরম্ভ করে কারন স্থানীয় লোকেরা বিশ্বাস করত এতে জাদুর মতো বৃষ্টি হবে। আদিম বলে খেলার রীতিনীতি হলো অত্যন্ত গুরুত্বের মান। হত বারন এত নাকি বাজারের গতি নির্ধারন হত। দ্বটো দল পৃথিবী আর আকাশের প্রতিনিধিত্ব করত আর কেউ ঈশ্বরকে ঠাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করত না, আর একজন আনন্দায়াবের প্রয়োজন হত !

বিভিন্ন খেলার উৎস

আদিম মানুষ কিসে গড়ে, আত্মর আর ভয়ে পালাতে গিয়ে নিশ্চই লাফ, দৌড়ন আর প্লাঁচার শিখেছিল। পরাজয় এড়াতে অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা দমন করতে তারা গীরপেঁজা, জুতো, ক্যারটে, বকিং ইত্যাদি আবিষ্কার করেছিল। ভারতীয় উপকন্ঠায় বলে শিকার করতে গিয়ে গীরপেঁজার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। আদিম মানুষের লাথালেগি থেকেই মুচবলে খেলার উৎসপত্তি হতে পারে। স্বাভাবিক স্বাবেই এখেলার উৎসপত্তি হলোও আজকের দিনে কিন্তু আনন্দ উপভোগের জন্যই খেলা হয়।



কি ?

ব্যাডমিন্টনের জন্ম :

এই খেলোয়াটের উৎপত্তি
যায় প্রাচীন ভবিষ্যৎ কখন
অনুস্থানে। কোন একটা
জিনিসকে ব্যাটের মতো
কিছু দিয়ে জোরে খেলতে
পাঠাতে হবে। একবারও
মারিবে না ফেলবে যতবার
জিনিসটাকে আঘাত করে
খেলতে পারবে যাবে খেলোয়া-
দের জীবনের দৈর্ঘ্যও বৃদ্ধি
পাবে, ইত্যাদি।

জাদু মন্ত্রের মতো অনুষ্ঠান
পান পাওয়া হতো আর এতে
শুধু ভবিষ্যৎই ব্যস্ত হত না
খেলোকে প্রভাবিতও করত!

খেলান: " স্টাটল কব,
স্টাটল কব আমাকে
সত্যি কথা বল, আমি
আর কত দিন বেঁচে থাকব, এক, দুই, তিন..."

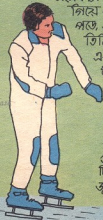


আইস-স্কেটিং-এর সূচনা:

প্লাজাধুজি একটা দিচ্ছিলে আমা যায়
যে একটি স্বর্ঘটনাই হয়ত স্কেটিং-এর
জনক। কোন এক বরফের দেশে বাস
করা আমাদের এক পূর্বসুরুষ বরফের
ওপর দিয়ে চলতে গিয়ে এম্বার্বান বসত;
এক টুকরো হাতের ওপর পা ফেলেন
আর গর্দে গর্দে বেশ দ্রুতগতিতে

অনেকটা গাঙ্গনে এগিয়ে
গিয়ে পড়ে, যান। উঠে
পড়ে, এই অভিজ্ঞতাটা
তিনি ভুললেন না।

একজন বুড়িমান
মানুষ ছিলেবে,
পড়ে, যাওয়ার
এই অভিজ্ঞতাটা
বাজে লাগালেন
এবং তৈরি
করলেন মানুষের
প্রথম বরফের ওপর
দিয়ে দ্রুত চলার
জুতো - হাড,
দিয়ে!



গল্ফের জন্মকথা :

ফিফা স্টাচারের এক ছেড়াচরাবার মাঠে এক জেব
পালেক, সন্ধ্যা কাটানোর জন্যে, তার লোটিটা দিয়ে
কতকগুলো নুড়ি, একের পর এক মেরে খেলতে গেল।
এইভাবে একটা নুড়ি, গিয়ে পড়ে, খরলোমের গর্তে।
আবার খনন ও এভাবে মারতে যাবে, ওর এক বন্ধু
আলো ব্যাপারটা খেলায় করে, ওকে চ্যালেঞ্জ
জানাল। এইভাবে প্রথম গল্ফ খেলার জন্ম হয়
এক ছেড়া চরাবার মাঠে আর প্রত্যেক খেলোয়াড়
খরলোমের গর্তে তার নুড়ি ফেলার চেষ্টা
করে যায়।



নিজে কর

রচনা: ইকবাল

তোমার দরকার :

৬ ১/২" আর ৩" ব্যাসের গোল ফেল্ট আর বিভিন্ন আকারের কিছু ফেল্ট লোনাতে চার স্টেট ফুলের জন্যে (১ম ছবিটা দেখ), আর লোনাতে আঠা, তুলি, কাঁচি, স্কুচ, স্নুতো। নীচের ফেল্টটা অন্যস্থলের চেয়ে মোটা হতে হবে।

১ম ধাপ

রঙীন ফেল্টগুলোর ওপর বিভিন্ন রকমের নকশা ঐকো নাও আর স্কেচলো সাবধানে কেটে নাও।



২ম ধাপ

২য় ধাপ

নীচের ফেল্টটা নাও এবার (৬ ১/২" ব্যাস) এবং ফুলের নকশাগুলো যেখানে বসবে সে জায়গাগুলো ঐকো নাও।

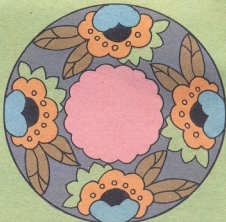


৩য় ধাপ

কাটা টুকরোগুলোকে এমনভাবে সাজাও যাতে চারটে ফুলের স্টেট তৈরি হয়। এবার স্কেচলো আঠা দিয়ে জুড়ে দাও অথবা স্নুতো দিয়ে স্কেচলোই বসে নাও মোটা তুলি ভাল পারবে।



নীচের মোটা ফেল্টটার ওপর এবার চারটে স্টেট সাজিয়ে নাও আর আঠা দিয়ে স্টেটে দাও অথবা স্কেচলোই বসে নাও। আঠা দিয়ে আটকানো হলে সাবধানে পরিষ্কার পাত আঠা লোনাও যাতে স্কেচ দিয়ে বেরিয়ে না আসে। স্তরী কেন তিনিসের নীচে রাখ যাতে ঠিক জায়গায় নকশাগুলো চলে বসে। পাতার শিরাসগুলো ফেল্ট কেন দিয়ে ঐকো দিতে পার। সাবধান : স্কেচটাকে ভাল দিয়ে পরিষ্কার কোর না। স্কেচলো বসানো দিয়ে পরিষ্কার করবে।



৩১-২

পরের সংখ্যা : কি করে ছোট্ট বাগান বানাতে হয়

মগজ-ঢালান

— আয়মা রাজাব

কম্পিউটার ভাইরাস

আর তাই গরা কম্পিউটারের বিভিন্ন কোর্সে ভর্তি হলে। নীচের কথোপকথান থেকে বলতে পারবে প্রতিটি ছাত্রের নাম, কোবোন ভাষা শিখছে, তাদের ফুলের নাম আর এবিস্যে কে কি হতে চায়।



আমার ছাত্র সবোজ বেসবল পড়ে না, আর্বিটেকচার পড়ছে। আলি কম্পিউটার পড়ছে। আর একটি ছাত্র, সিমরান, অলগল পড়ছে, কিন্তু সে আমার ফুলে পড়ে না। ছেলেরি ছাত্র হিসেবে সুবই ভাল।

আমার ছাত্র সিমরান, এম. বি. বি. এম পড়ছে। সে কম্পিউটার জয়েন্টে ভর্তি হয়েছে। শ্যাম বেসিক পড়ছেন। সে হেটপ্রোগ্রামে মায়না আর বিজনেস ম্যানেজমেন্টও পড়ছে না।



আলি শ্যাম। আলি ফটরান পড়ছি আর ইঞ্জিনিয়ার হবার জন্যেও পড়ছি। মীরা চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট হবার জন্যে পড়ছে।



আফতাব গাটানোটিক্স-এ আছে। সে ফটরান বা মেডিসিন কোনটাই পড়ছে না।



আলি মীরা। আলি কম্পিউটারের ভাষা প্যানক্যাল শিখছে। কম্পিউটার ব্যুরোর শিম্বকরা সুবই ভাল।

BD-2

ফুল প্রজেক্টের সম্মান

নাম

অরুন
চরন
হ্যারি
মদন
তপন

শিম্বক

গীতা ফুলদ
আপিলি গুপ্তা
মীরা দেশপা
কদরল দেবেরা
নিম্বক গাঙ্গুলি।

প্রজেক্ট

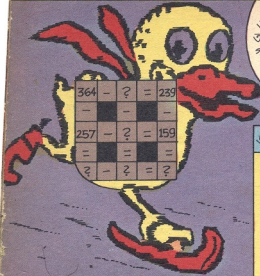
ফ্রাই
ম্যেল
বটামি
ট্রান্সপোর্ট অসিটম
জুগোম

স্টেনী

পঙ্কজ
নবজ
সুই
অফিজ
মস্তজ

সংখ্যার ভেল্লি

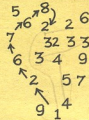
— আমমা রাজাক



আম্মার নাম ডেইজি।
আম্মি অঙ্গহায় হতবুদ্ধি।
আম্মার শরীরের ঝাঁকা ঘর-
গুলোতে হারানো সংখ্যা
বন্ধাতে হবে। কিছুতেই ঠিক
নতুন করতে পারছি না। তুমি
কি আম্মার গল্পগল্প গল্পা-
ধান করবে?

NP-2

গ্যাবাচ্যাকা ডালুকের গল্পাধান।



ছবির ধাঁধা

— আমমা রাজাক



আম্মি শামুক জাতীয় প্রাণী,
আম্মাদের শিরদাঁড়া নেই।
ওলসেটে একটা বড় পা থাকে
যেটাকে বলে 'প্যাস্টোসোড'।
আম্মার গুহ শুষ্ক অর্থাৎ
একিই জেছে, তার আম্মায়
এছে ধারালো দাঁত। আম্মার
কয়েক প্রজাতি ঝিনুকের
স্বাদ খায়। আর আম্মাদের

ছবির ধাঁধা - ১

আম্মাভিলো



জাতের বেশির ভাগই
জিহ্ন পাড়ে। কখনো কখনো
দুরাচারি বাচ্চাও জিহ্নায়।
অনেক দেশে আম্মি উপাদেয়
হ্যাঁ। আম্মি কে? শিশু।
আম্মার ছবিকে এলোমেলো
করে রেখেছে। লম্বাটি,
আম্মায় ঠিক করে
দাও না।

ANSWER IN THE NEXT ISSUE

বেমালুম গায়েব হবার আগেই বন্ধুটিকে পাকড়াও কর!

এতো আর খেসে নয়,
এষে মালুমেন্টের হাতিবয়।
এ তোমার কাছে আসবে বিনামূল্যে
২৫টি হ্যাণ্ডিপ্লাস্ট স্ট্রিপের প্রত্যেকটি
প্যাকেজ ভেতরে।
আর এসে কত স্নানকর কাওই করবে।
তোমার ফ্রিজে বা স্ট্রানের আলমারিতে
চড়ে, আটকে যাবে একেবারে,
তোমার কথা মত।
তোমার ছবিই বল তাসই বল
গিঁধা তুলে ধরে থাকবে।
এইবেলা যদি হ্যাণ্ডিপ্লাস্ট
থাক কিনে ফেলতে যোগ্যিকে
তাপাল না দাও, তাহলে ও
কিন্তু আরেকটা তাকব ব্যাপার
করে ফেলবে।
বাজার থেকে বেমালুম
গায়েব হয়ে যাবে।
চুইপট কর!
আজই তোমার
হাতিবয় মালুমেন্টটি
ছোঁগাও করে ফেল।
এই উপহার স্টক
থাকা পর্যন্তই।

বিনামূল্যে!

হ্যাতিবয় মালুমেন্ট
প্রত্যেক ২৫টির প্যাকেজ সঙ্গে



হ্যাণ্ডিপ্লাস্ট এই উপহার ছাড়াও পাওয়া যায়।



Better than the best

HARNIK

BEST WAY
TO
MAKE FRIENDSHIP



FRUTOLA

HARNIK MARKETING & SALES PVT. LTD.

1st Floor, West Wing, Aurora Towers, 9 Moledina Road, Pune - 411 001, GRAM : HARNIK